বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় রাজনীতির অবসান চাই

| ঢাকা , বুধবার, ০৮ মে ২০১৯

শিক্ষকদের দলীয় আনুগত্যের কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন করতে পারছে না। ‘বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক’ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা একথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনটি গত শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কেমন বিশ্ববিদ্যালয় চাই : উচ্চশিক্ষা, নীতিমালা, কাঠামো’ শীর্ষক ২ দিনব্যাপী কনভেনশন হয়। কনভেশনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ৮টি সংকট চিহ্নিত করা হয়। সংকট নিরসনে ৬ দফা সুপারিশও করা হয়েছে। এ নিয়ে গতকাল সংবাদ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তির বিষয়টি এখন ওপেন সিক্রেট। রাজনৈতিক দলগুলো সুকৌশলে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিই নিয়ন্ত্রণ করে না, শিক্ষক রাজনীতিও নিয়ন্ত্রণ করে। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর শিক্ষক কোন না কোন দলের নিয়ন্ত্রণে থাকতেই পছন্দ করেন। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান বা গবেষণা কাজের পরিবর্তে এ শ্রেণীর শিক্ষক পছন্দের রাজনৈতিক দল বা নেতার গুণকীর্তন আর প্রতিপক্ষ দলের নিন্দামন্দ

করেই দিন কাটান। দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়া এক শ্রেণীর শিক্ষক ক্ষমতাসীনদের পদলেহন করেন। আরেক শ্রেণী ক্ষমতাসীনদের আনুকূল্য পাওয়ার জন্য স্বেচ্ছাকর্মীতে পরিণত হন। দলীয় রাজনীতি এমন উৎকট আকার ধারণ করেছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হাতাহাতির ঘটনাও ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করবেন না বা রাজনীতি করতে পারবেন না- বিষয়টি তা নয়। অতীতে দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সেসব শিক্ষক দলীয় লেজুড়বৃত্তি করতেন না। স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতাপরবর্তী সামরিক সরকারগুলো শিক্ষকদের সমীহ করত। জাতীয় রাজনীতিতে শিক্ষকদের দৃঢ় ভূমিকার কারণে একাত্তরে বিশেষ করে ১৪ ডিসেম্বর হানাদার-রাজাকারদের হাতে অনেক শিক্ষককে প্রাণ দিতে হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষকদের এ ভূমিকা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হওয়ার পরিবর্তে দুর্বল হয়েছে। নব্বই পরবর্তী সব সরকারই এজন্য কম-বেশি দায়ী। পদ-পদবির লোভে এক শ্রেণীর শিক্ষক দলীয় রাজনীতিতে নাম লেখাচ্ছেন। দলীয় রাজনীতি এমন রূপ নিয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসনও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে।

প্রভাষক থেকে শুরু করে ভিসি পর্যন্ত দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ ধ্বংস হওয়ার বড়

কারণ এটা। শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হওয়ায় শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আর মানসম্মত গবেষণা বা নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হচ্ছে না কাঙ্ক্ষিত হারে।

আমরা বলতে চাই, সব বিশ্ববিদ্যালয়কে দলীয় রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। এজন্য জরুরি হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা। পাশাপাশি শিক্ষকদের নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য অর্থাৎ পাঠদান ও গবেষণায় মনোনিবেশ করতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়া এবং জাতীয় জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করাই তাদের প্রধান কর্তব্য। দলীয় রাজনীতির প্রশ্নে শিক্ষকদের নৈতিক ভিত্তি দৃঢ় হলে কোন রাজনৈতিক দল বা সরকারই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ছড়ি ঘোরাতে পারবে না।